

Quiz : 1
Name : Srejon Ahamed Joy
Id : 21301354
Section : S08
Course Teacher : Shamima Akhter

প্রশ্ন: “অসম সামাজিক স্তরের দুটি নর-নারীর নিভৃত মনের সংযোগ ও ঘটনাচক্রে তার করুণ পরিসমাপ্তির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ‘পোস্টমাস্টার’ ছোটগল্পে।”- গল্পটি অবলম্বনে এ মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

উত্তর: “পোস্টমাস্টার” ছোট গল্পটি লিখেছেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১)। মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা এবং তার হাত ধরেই বাংলা ছোট গল্পের উজ্জ্বল মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ-সরল গ্রাম্য জীবনের বেড়ে ওঠা এক পোস্টমাস্টার কে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এই “পোস্টমাস্টার” ছোট গল্পটি ১২৯৮ সালে লিখেছেন। পোস্টমাস্টার গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বল্প পরিসরে দুটি অসম শ্রেণির নর-নারীর মনের সংযোগ এবং করুণ পরিসমাপ্তি সহজ ও সাবলীল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে পোস্টমাস্টার এবং রতন এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার বিরূপ ফারাক। পোস্টমাস্টার একজন শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, অন্যদিকে রতন গ্রামের অনাথ বালিকা যে সর্বদা পোস্টমাস্টারের খেদমতে নিয়োজিত ছিল।

“পোস্টমাস্টার” গল্পটিতে শ্রেণী বৈষম্যের কাছে ভালোবাসার হার প্রকাশিত হয়েছে। গল্পে পোস্টমাস্টার কাজের জন্য কলকাতা থেকে উল্লাপাড়া গ্রামে আসে। কলকাতার ছেলে হওয়াতে গ্রামের মানুষের সাথে খুব একটা মেলামেশা তার হয় না। প্রকৃতি ও তাকে আকৃষ্ট করে না। অন্যদিকে গ্রামের পিতৃহারা বালিকা রতনের আশ্রয় হয় পোস্টমাস্টারের বাড়িতে। সে পোস্টমাস্টারের বিভিন্ন ধরনের কাজ করে দেয় যার বিনিময়ে সে পোস্টমাস্টারের বাড়িতে থাকে এবং খায়। পোস্টমাস্টার একদিন নিজ থেকে রতনকে পড়তে শেখাতে চায়। রতন ও আগ্রহ প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে রতন এবং পোস্টমাস্টার এর মধ্যে ভাব আরও গভীর হয়। একদিন হঠাৎ পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ রতন তার পাশে বসে সারারাত জেগে তার সেবা যত্ন করে এবং বারবার তাকে জিজ্ঞেস করে তার কেমন বোধ হচ্ছে। রতনের সেবায় গল্পে পোস্টমাস্টার সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নেয় সে কলকাতায় কর্তৃপক্ষের কাছে বদলির আবেদন করবে। আবেদন

নাথোঁজ হলে, সে সিদ্ধান্ত নেয় সে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবে। হঠাৎ একদিন পোস্টমাস্টার রতনকে ডেকে বলে আগামীকাল কলকাতা চলে যাবে। তৎক্ষণাৎ রতন কি বলবে বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সে জানায় সে পোস্টমাস্টারের সাথে কলকাতায় তার বাড়িতে যেতে চায়। কিন্তু পোস্টমাস্টার বলে “তা কি আর সম্ভব?” এখানে জাতিগত বৈষম্যের কারণে পোস্টমাস্টার রতন কে সাথে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। রতন কিছু না বলেই চলে যায়। পরের দিন সকালে পোস্টমাস্টার রতনকে আশ্বাস দেয় তার পরিবর্তে যে পোস্টমাস্টার আসবে সে তাকে বলে যাবে যেন রতন কে সে তার মতই যত্ন করে, দেখে শুনে রাখে। কিন্তু রতন অভিমানের সুরে বলে তার কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। পোস্টমাস্টার তার যাওয়ার খরচ বাদে বেতনের বাকি অংশ রতনকে দিয়ে যেতে চায়, কিন্তু রতন তা রাখলো না। কলকাতায় ফেরার পথে কিছুদূর যাওয়ার পর পোস্টমাস্টার ভাবে ফিরে গিয়ে রতনকে নিয়ে আসবে পরক্ষণেই সে শ্মশানের দিকে তাকিয়ে আবার ভাবে অনেকটা পথ চলে এসেছি আর পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। অপরপ্রান্তে, রতন আশা রাখে পোস্টমাস্টার আবার ফিরে আসবে কিন্তু যে চলে যাওয়ার সে তো চলে গেছে।

“পোস্টমাস্টার” গল্পে বারো-তের বয়সি কিশোরী রতনের পোস্টমাস্টারের প্রতি যে ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা সামাজিক বৈষম্যের চাদর পেঁচিয়ে পোস্টমাস্টার নিকট কেবল তুচ্ছ রূপ ধারণ করেছে। গল্পের শুরুতে পোস্টমাস্টার এবং রতনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখা যায়। পরবর্তীতে সেই বন্ধুত্ব রতনের একপাক্ষিক ভালোবাসায় পরিণত হয়। রতনের বয়স বার-তের। এই বয়সে আবেগ একটু বেশি হয়। আবেগের বশবর্তি হয়ে রতন পোস্টমাস্টারের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এই দুর্বলতার করুণ পরিণতি গল্পের শেষ অংশে রতনের অভিমানমিশ্রিত উক্তির মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে। গল্পে পোস্টমাস্টার চরিত্রটিও সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই চাইলেও অনাথ বালিকা রতন, যার বিয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, যার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, মাথা গোঁজার ঠাই নেই, তাকে তার সাথে নিয়ে যেতে পারেনা। সে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কাছে নিজের হার স্বীকার করেছে। সামাজিক বৈষম্যের দেয়াল ভেঙ্গে রতনকে তার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া তার সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই বাংলা প্রবাদে বলা হয় “তেলে আর জলে কখনো এক হয় না”। গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ রতনকে ‘ব্রান্তিপাশ’ বলেছেন। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে রতন আবারো দ্বিতীয় কাউকে ভালবাসবে। বর্তমান সমাজে এমন দৃশ্য বিরল নয়, যেখানে সামাজিক বৈষম্যের কারণে ভালোবাসা অপূর্ণই থেকে যায়

পরিশেষে, পোস্টমাস্টার গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন অসম সামাজিক স্তরের দুইটি নর-নারীর নিভৃত মনের সংযোগ ও ঘটনাচক্রে তার করুণ পরিণতি।

